ভোরের কাগজ

তারিখ ... 26 NOV 1997 ...
পৃষ্ঠা ৮ ... কলাম ৩ ...

12

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম কৃষি কলেজসমূহের একাডেমিক জটিলতা

দীন মোহাম্মদ দীনু কৃষি বিশ্বঃ থেকে :

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। পর্বতপ্রমাণ সেশনজটই যার প্রধান সমস্যা। বর্তমানে সেশনজটের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়টি তার সুনাম ও ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। অভিজ্ঞ মহলের মতে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কৃষি কলেজসমূহের ক্রমবর্ধমান অ্যাকাডেমিক চাপ বর্তমানে সেশনজট সৃষ্টির প্রধান কারণ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বর্তমানে চারটি কৃষি কলেজ ও ইনষ্টিটিউট রয়েছে। সেগুলো হলো ১. বাংলাদেশ কৃষি ইনষ্টিটিউট, ঢাকা, ২. পটুয়াখালী কৃষি কলেজ, দুমকি, ৩. হাজী দানেশ কৃষি কলেজ, দিনাজপুর, ৪. রাজশাহী কৃষি কলেজ, রাজশাহী। কৃষি কলেজগুলোতে দুই ধরনের শাসনব্যবস্থা বিরাজ করছে। কেননা কলেজগুলো প্রশাসনিকভাবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট (BARI) কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত; কিন্তু এগুলোর অ্যাকাডেমিক দায়িত্ব পুরোটাই কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত। ফলে সৃষ্টি হয়েছে দ্বৈতশাসনের।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি কলেজসমূহে একই সঙ্গে একই সেশন অনুসরণ করা হয়। কিন্তু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার অনেক পরে কৃষি কলেজসমূহে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়।

দেখা যায়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ক্লাস শেষ পর্যায়ে কলেজগুলোতে তখন ক্লাস সবেমাত্র শুরু হয়। এভাবে সিলেবাস শেষ করার ক্ষেত্রেও দারুণ ফারাক থেকে যায়। যার খেসারত দিতে হয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রসমাজকে।

কৃষি কলেজগুলোর মন্থরগতি, পরীক্ষাসংক্রান্ত জটিলতা ইত্যাদির ফলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কয়েকশ মাইল দূরে অবস্থিত কলেজগুলোর কেন্দ্রে পরীক্ষা পরিচালনা করা সত্যি দুরূহ। পরীক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরো কঠিন। পরীক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কলেজগুলোর অধ্যক্ষদের ময়মনসিংহে ডেকে আনতে হয়। মিটিং-এ প্রায়ই কলেজের অধ্যক্ষরা 'সিলেবাস শেষ না হওয়ার' কারণে পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ফলে কৃষি অনুষদের কোনো পরীক্ষা যথাসময়ে হয়েছে এমন কোনো নজির গত ১৫ বছরের খুঁজে পাওয়া যায় না।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বর্তমানে বেশি ক্ষুব্ধ হলো সার্টিফিকেটবিষয়ক জটিলতা নিয়ে। চারটি কৃষি কলেজ থাকলেও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইস্যুকৃত সার্টিফিকেটে কলেজের নাম উল্লেখ থাকে না, ফলে কে কলেজ থেকে পাস করলো, কে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করলো তা বোঝার উপায় নেই। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি কলেজগুলোর সার্টিফিকেট আলাদাকরণের দাবি ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রশাসনের কাছে লিখিত দাবি পেশ করেছে। বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের বিবেচনাধীন রয়েছে। এ ব্যাপারে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মুহাম্মদ হোসেন জানান, "সার্টিফিকেট পৃথকীকরণের কোনো চিন্তা আপাতত প্রশাসনের নেই। তবে বিষয়টি বিবেচনাধীন রয়েছে।